দৈনিক সংবাদ

তারিখ 25. AUG 1991
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

ঝিনাইদহের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে

ঝিনাইদহ, ১৭ই আগস্ট (নিজস্ব সংবাদদাতা)।– ঝিনাইদহ জেলা সদরসহ ৫টি উপজেলায় মাধ্যমিক শিক্ষা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে এবং ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা আশংকাজনকভাবে হ্রাস পাচ্ছে। অপ্রতুল সরকারী মঞ্জুরি, শিক্ষকের স্বল্পতা, বইপুস্তক ও কাগজসহ অন্যান্য শিক্ষা উপকরণের মূল্যবৃদ্ধি এবং চেয়ার-বেঞ্চ ও টেবিলসহ অন্যান্য আসবাবপত্রের প্রকট অভাব এর কারণ বলে জানা গেছে।

ঝিনাইদহ জেলার ৬টি উপ-জেলায় মাধ্যমিক উচ্চ বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৯৯। এর মধ্যে সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় মাত্র ২টি। জেলায় নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৬। ২টি সরকারী বিদ্যালয় বাদে অধিকাংশ উচ্চ বিদ্যালয়ের বর্তমান অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। অধিকাংশ মাধ্যমিক ও নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়গৃহ কাঁচা এবং দীর্ঘদিন প্রয়োজনীয় উন্নয়ন ও সংস্কারের অভাবে বর্তমানে জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। ফলে অনেক সময় ছাত্রছাত্রীদের রোদে-বৃষ্টিতে উন্মুক্ত আকাশের নীচে, গাছতলায় ক্লাস করতে হয়। হাতে গোনা যে স্বল্পসংখ্যক পাকা বিদ্যালয় গৃহ আছে; অর্থাভাবে দীর্ঘকাল সংস্কার না করায় ক্রমান্বয়ে এগুলো ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ছে। অধিকাংশ বিদ্যালয়ে চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ, ব্লাকবোর্ড, আলমারি প্রভৃতির অভাব রয়েছে। বেঞ্চের অভাবে অনেক ক্ষেত্রেই ছাত্রছাত্রীদেরকে দাঁড়িয়ে বা মেঝেতে মাদুর বা ছালা পেতে ক্লাস করতে হয়।

জেলার প্রায় সকল মাধ্যমিক, নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের শরীর চর্চা ও ক্রীড়া অনুশীলনের জন্য মাঠ, উপযুক্ত সরঞ্জাম ও ক্রীড়া শিক্ষক নেই। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিদ্যালয়ে খাবার পানির ব্যবস্থা নেই। যে সকল বিদ্যালয়ে নলকূপ রয়েছে সেগুলোও অধিকাংশ সময় বিকল থাকে। পায়খানা-প্রস্রাবখানার সমস্যাও সর্বত্র প্রকট।

জেলার অধিকাংশ মাধ্যমিক ও নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রয়োজনের তুলনায় প্রায় এক-চতুর্থাংশ শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। আর্থিক সংকটের ফলে বিজ্ঞান বিষয়ক সরঞ্জাম ও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ ক্রয় করা সম্ভব হয় না।

অন্যদিকে অত্যধিক বেড়েছে বই-পুস্তক, কাগজ-কালিসহ অন্যান্য শিক্ষা উপকরণের দাম। ফলে মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত ও গরীব চাষী গৃহস্থের ছেলেমেয়েরা বাধ্য হয়ে লেখাপড়া ছেড়ে দিচ্ছে। দিন দিন মাধ্যমিক, নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে।

22